রেমিট্যান্স যোদ্ধা দিবস ২০২৫
JULY BEYOND BORDERS

ছাত্র-জনতার জুলাই গণঅভ্যুত্থানে রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের ভূমিকা ও তাৎপর্য

"ছাত্র-জনতার জুলাই গণঅভ্যুত্থান" একটি ঐতিহাসিক বাঁকবদলের মুহূর্ত। দীর্ঘদিনের দমন-পীড়ন, অন্যায়, শোষণ-বঞ্চনা, অবিচার ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেশের ছাত্রসমাজ, শিক্ষক, শ্রমিক, তরুণ-তরুণী ও প্রবাসী রেমিট্যান্স যোদ্ধাসহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধে জুলাই রূপ নেয় এক অপ্রতিরোধ্য গণআন্দোলনে। জুলাই-২০২৪ স্বাধীন বাংলাদেশের দীর্ঘ প্রায় দেড় যুগের উৎপীড়ন ও নৃশংসতা এবং এর বিপরীতে মুক্তিকামী জনগণের লড়াই সংগ্রামের এক ঐতিহাসিক মাস। যে মাসে ছাত্র-জনতার উপর নির্বিচারে গুলি চালায় স্বৈরাচার শেখ হাসিনার সরকার। পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো কোথাও যুদ্ধাবস্থা ব্যতীত নিরীহ জনতার উপর নির্বিচারে চালানো হয়নি এমন নির্মম গণহত্যা।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলে ছড়িয়ে পড়া দ্রোহের আগুনে দীর্ঘ ষোল বছরের স্বৈরতন্ত্রের মসনদ পুড়িয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার এক মহাকাব্য। যে মহাকাব্য রচনা করতে শহীদ হয়েছেন দেড় হাজারের বেশি মুক্তিকামী কোমলমতি ছাত্র-তরুণ এবং সাধারণ জনগণ। শোষকের নির্লজ্জ অবৈধ ক্ষমতার কাছে সবচেয়ে কমদামী হয়ে উঠছিল মানুষের প্রাণ। সাজোয়া যান থেকে অর্ধমৃত দেহ আবর্জনার মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল নিষ্ঠুরতার মাত্রা কতটা বীভৎস! এ আন্দোলন কেবল একটি ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়নি বরং এটি নাগরিক অধিকার, রাজনৈতিক স্বচ্ছতা, প্রশাসনিক জবাবদিহিতা এবং বিচারিক স্বাধীনতার দাবিতে একটি জাতিগত জাগরণে রূপ নেয়।



৩৬ জুলাই ২০২৪ বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় দিন। দীর্ঘ দিনের শাসন শোষণ আর নিপীড়নের পর জাতি আওয়ামী ফ্যাসিজমের কড়াল গ্রাস থেকে মুক্তি পায়। জন্ম নেয় নতুন এক বাংলাদেশ, যাকে অনেকে বলে থাকেন 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' বা 'পুনর্জন্মের দিন'। ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার এ আন্দোলন বাংলাদেশে অনন্য সাধারণ ও গৌরবময় ইতিহাস রচনা করেছে। সাতচল্লিশের দেশভাগ, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ যেমন একেকটি ঐতিহাসিক অধ্যায় হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে তেমনি জুলাই বিপ্লব-২০২৪ নতুন আরও একটি ঐতিহাসিক অধ্যায় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

আন্দোলনের সূচনা ও কারণ

সারা পৃথিবীকে নাড়িয়ে দেয়া গণঅভ্যুত্থানের সূচনা ঘটে ২০২৪ এর ৫ জুন তারিখে যখন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ২০১৮ সালে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত বাতিলকৃত কোটা পদ্ধতি পুনরায় চালু করার রায় দেয়। ৫ জুন থেকে ৫ আগস্ট দেশ কাঁপানো এ উত্তাল আন্দোলনে তারুণ্যের দীপ্ত শক্তি আর সর্বস্তরের জনতার অংশগ্রহণে রচিত হয় গণঅভ্যুত্থানের বীরত্বগাঁথা। দীর্ঘদিনের জমে থাকা দম বন্ধ করা দীর্ঘশ্বাস এবং ক্ষোভ, বিক্ষোভে রূপ নিয়ে ফেটে পড়ে শহরের প্রতিটি অলিতে গলিতে, দেয়ালে-রাজপথে। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে আন্দোলন ঢাকা থেকে ছড়িয়ে পড়ে দেশের প্রতিটি আনাচে কানাচে। ৯ দফা থেকে ১ দফার অধিকার আদায়ে আপামর জনতা রাস্তায় নেমে আসে বাধ ভাঙ্গা জনজোয়ারের মতো, আর মূহর্তের মধ্যেই সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলনের অগ্নিশিখা। এই অনির্বাণশিখা প্রবাহিত হয় দেশের গন্ডি পেরিয়ে সুদূর প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটিতে। বহির্বিশ্বের প্রায় সব দেশেই প্রবাসী রেমিট্যান্স যোদ্ধারা আন্দোলনের সঙ্গে সংগতি প্রকাশে

সক্রিয় প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করে। আন্দোলন যখন চূড়ান্ত রূপ নিচ্ছিল, তখন ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা আন্দোলনকারীদের ‘রাজাকার পরিবারের সন্তান’ বলে কুৎসা ছড়ায়। আগুনে ঘি ঢালার মতো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে ঢাকার বিভিন্ন পয়েন্টে আন্দোলনকারীদের ওপর ছাত্রলীগ ও পুলিশের নৃশংস হামলা শুরু হয়। বর্বরোচিত সংঘর্ষে সারা দেশে অসংখ্য শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ হন। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে অনেক টগবগে তরুণ-তরুণী। এতে আন্দোলন আরও বেগবান হয়ে উঠে এবং নতুন মাত্রা লাভ করে ‘ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান’।

১৮ জুলাইয়ের পর থেকে সরকারি নির্দেশে বন্ধ করে দেওয়া হয় সারা দেশের মোবাইল নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট ও বিদ্যুৎ সংযোগ। অনেক স্থানে রাবার বুলেট, গুলি, সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল ছুঁড়ে সাধারণ আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করার ব্যর্থ চেষ্টা চালানো হয়। আন্দোলনের গতি তবুও রুদ্ধ হয়নি বরং রাজপথে জনতার ঢল নামে। শুধু ঢাকায় নয় রাজশাহী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, রংপুর, খুলনা প্রতিটি শহর হয়ে ওঠে বিপ্লবের একেকটি অগ্নিগর্ভ কেন্দ্রবিন্দু। লাশ গুম করতে শুরু করে ফ্যাসিবাদী সরকার, হাসপাতালে বাধা দেওয়া হয় লাশের ময়নাতদন্তে। বিভিন্ন সংস্থা ও সংবাদমাধ্যমের ভাষ্যমতে আন্দোলনে প্রায় ১,৫০০ জনের অধিক আন্দোলনকারী শাহাদাৎ বরণ করেন। আহত হন অসংখ্য মানুষ এবং পঙ্গুত্ব বরণ করেন প্রতিরোধ সংগ্রামে নিবেদিত অগণিত মানুষ। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাসমূহ বাংলাদেশে এই পৈশাচিক গণহত্যার ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বিচার দাবি করেন স্বৈরাচারী শাসকের।

স্বৈরাচারী সরকারের রক্তক্ষয়ী দমন পীড়নের প্রতিবাদে ছাত্র-জনতার প্রবল বিক্ষোভের মুখে ৩৬ জুলাই (০৫ আগস্ট) ২০২৪ ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন ঘটে এবং একটি সামরিক হেলিকপ্টারে করে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যায়, যা বিশ্বের ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ থেকে এর আগে কখনো কোনো সরকার প্রধানকে জনতার রোষানলে পড়ে এমন ন্যাক্কারজনকভাবে মাতৃভূমির মাটি ছেড়ে ভিনদেশে পালাতে হয়নি।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে রেমিট্যান্স যোদ্ধাগণের ভূমিকা

যখন নিজের দেশ পুড়ে যায় অন্যায়ের আগুনে, তখন হাজার মাইল দূরের হৃদয়েও জ্বলে উঠে প্রতিবাদের শিখা। নিজের ঘর ছাড়া মানুষগুলোর বুকেও তখন উঠেছিল ঝড়, কারণ নিরীহ ছাত্র-জনতার বুকে নির্বিচারে চলছিল গুলি, ন্যায়ের দাবিতে মুখ খুললেই চলছিল চরম নির্যাতন, তাই আর চুপ থাকতে পারেনি প্রবাসী বাংলাদেশিরা। বাংলাদেশের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্র-জনতার যে অভ্যুত্থান হয়ে গেল, সে অভ্যুত্থানে হাজার মাইল দূর থেকেও অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। প্রিয় মাতৃভূমির যে কোন সংকটে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে অব্যাহতভাবে অবিচল পাশে থাকা মানুষগুলো ফ্যাসিবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে হয়েছে উচ্চকিত। ছাত্র জনতার বুকে চালানো গুলির প্রতিবাদে তাঁরা ফুঁসে উঠেছিলেন উত্তাল তরঙ্গের ন্যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দেড়কোটিরও বেশি প্রবাসী বাংলাদেশিরা যেন সমস্বরে বলে উঠেছিলেন স্বাধীন এদেশে স্বেচ্ছাচারী অপশাসনের ঠাঁই হবে না।

ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, আমেরিকাসহ সব জায়গায় তারা গড়ে তুলেছিল অনলাইন-অফলাইন প্রতিবাদের প্ল্যাটফর্ম। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রবাসীরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর হামলার প্রতিবাদ জানান। কেউ রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ধরেছেন পোস্টার, কেউ করেছেন আলোক প্রজ্বলন কর্মসূচি, মানববন্ধন ইত্যাদি। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয়, যেখানে প্রকাশ্যে যে কোনো ধরণের সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ, সেখানে বসবাসরত বাংলাদেশিরা জেল-জুলমের তোয়াক্কা না করেও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সংযুক্ত আরব আমিরাতে রাস্তায় বেরিয়ে বিক্ষোভ করার কারণে তাদের অনেককেই করতে হয়েছে কারাবরণ। ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশের বিভিন্ন শহরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে এবং শিক্ষার্থীদের হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছেন প্রবাসীরা। এছাড়াও, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, মালদ্বীপ, সৌদি আরব, কাতার ও মালয়েশিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশিরা ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে সরব ছিলেন।



নিউইয়র্ক টাইমস্কয়ারে প্রতিদিন বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের ব্যানারে প্রবাসীরা ছাত্র জনতা হত্যার প্রতিবাদ ও ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবী জানান। কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়াতেও প্রতিবাদ বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি ও বিদেশি শিক্ষার্থীরা ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ধারাবাহিক প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচির সংগে মিল রেখে লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে, বিবিসি সদর দপ্তরের সামনে, ট্রাফালগার স্কয়ার ও পার্লামেন্ট ভবনের সামনে নিয়মিতভাবে কমপ্লিট শাটডাউন, মার্চ ফর জাস্টিস, রিমেম্বার দ্য হিরোজ কর্মসূচি পালন করে। ফ্যাসিবাদী শাসন কর্তৃক বাংলাদেশে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়ার পর প্রবাসীরা বাংলাদেশে থাকা তাদের পরিবার ও আত্নীয়-স্বজন থেকে কার্যত বিছিন্ন হয়ে পড়েন। তখন প্রবাসীদের সংবাদ পাওয়ার একমাত্র উপায় হয়ে উঠে আন্তর্জাতিক গণ-মাধ্যম কিন্তু সেটাও ছিল অপ্রতুল। ইন্টারনেট বন্ধের কারণে দেশে বসবাসরত স্বজনদের সাথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রবাসীদের মধ্যে উদ্বেগ উৎকন্ঠা তৈরি হয়। এর প্রতিবাদে প্রবাসীরা বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রেরণ বন্ধ করে "রেমিট্যান্স শাটডাউন" ঘোষণা করেন।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বহুমাত্রিক। তাদের অংশগ্রহণ আন্দোলনের গতিপথ, আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া এবং সরকারের উপর চাপ সৃষ্টিতে বহুবিধ প্রভাব ফেলেছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

ক) বিক্ষোভ ও সংহতি প্রকাশ এবং আন্তর্জাতিক চাপ তৈরি



প্রবাসী বাংলাদেশিরা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, কানাডা, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রায় প্রতিটি শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন, র‍্যালি ও সমাবেশের মাধ্যমে আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন। প্রবাসীদের বিক্ষোভ ও তথ্য প্রচারের ফলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, যা তৎকালীন ফ্যাসিস্ট সরকারের উপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপ সৃষ্টি করে।

খ) অর্থনৈতিক প্রভাব

আন্দোলনের সময় প্রবাসীরা রেমিট্যান্স পাঠানো সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়ার কারণে জুলাই ২০২৪ মাসে রেমিট্যান্স প্রেরণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়, যা ফ্যাসিস্ট সরকারের উপর অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করে। রেমিট্যান্স স্থগিতকরণ সরকারের উপর ব্যাপক অর্থনৈতিক চাপ বাড়ানোর পাশাপাশি আন্দোলনের দাবিগুলোর প্রতি সরকারের মনোযোগ আকর্ষণে সহায়ক হয়।

গ) তথ্য প্রচার ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ

প্রবাসীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আন্দোলনের খবর ছড়িয়ে দেন এবং আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ও মানবাধিকার সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারা বিভিন্ন হ্যাশট্যাগ, ভিডিও এবং প্রতিবেদন শেয়ার করে আন্দোলনের প্রতি আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করেন। যার ফলে স্বৈরাচার সরকারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত তৈরি হয়।

ঘ) মানবিক ও আইনি সহায়তা

আন্দোলনে আহতদের জন্য তহবিল সংগ্রহ, আইনি সহায়তা প্রদান এবং নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতেও প্রবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ঙ) আন্দোলনে নৈতিক সমর্থন

প্রবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেশে আন্দোলনকারীদের মনোবল বৃদ্ধি করে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আন্দোলনের বৈধতা অর্জনসহ সমর্থন লাভে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ আন্দোলনের আন্তর্জাতিকীকরণ, অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি এবং নৈতিক সমর্থন প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে, প্রবাসীরা দেশের প্রয়োজনে সবসময় যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পট পরিবর্তনে প্রবাসী ভাই বোনদের যে সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়েছে এ আন্দোলনে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তা আবারো প্রমাণিত হলো।

জুলাই আন্দোলনের কারণে প্রত্যাগত রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের জন্য গৃহীত কার্যক্রম

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সংযুক্ত আরব আমিরাতে জুলাই আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে কারাদন্ডপ্রাপ্ত ১৮৮ জন রেমিট্যান্স যোদ্ধা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে মুক্তির আনন্দ নিয়ে স্বদেশ প্রত্যার্পন করেন। কারামুক্তির পর দেশে ফিরে আসা এই রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের আর্থিক ও সামাজিক পুনর্বাসনের নিমিত্ত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:

(ক) ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

১। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গত ০৭-০৯-২০২৪ তারিখ হতে ২৮-১১-২০২৫ পর্যন্ত আগত প্রত্যাগত রেমিট্যান্স যোদ্ধাদেরকে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে বরণ করা হয়েছে।

২। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করায় সংযুক্ত আরব আমিরাত ফেরত ১৮৮জন কর্মীর প্রত্যেককে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ৫০ হাজার টাকা করে মোট (৫০,০০০× ১৮৮)= ৯৪ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। তাছাড়া, RAISE প্রকল্পের আওতায় কাউন্সিলিং ও আর্থিক প্রণোদনা হিসেবে প্রত্যাগত প্রত্যেক কর্মীকে ১৩,৫০০/- (তের হাজার পাঁচশত) টাকা করে মোট (১৩,৫০০× ১৮৮)=২৫,৩৮,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৩। বাংলাদেশের বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সংহতি প্রকাশকারী প্রবাসীদেরকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সকল প্রকার সিকিউরিটি সিস্টেমে প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে পুনরায় উক্ত দেশে নিজ ব্যবসায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ দূতাবাস, আবুধাবি, সংযুক্ত আরব আমিরাত বরাবর গত ২৬-০৫-২০২৫ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৪। জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশকারী প্রত্যাগত রেমিটেন্স যোদ্ধাদের প্রোমোটিং ডায়াসপোরা ইনভেস্টমেন্ট এন্ড অপটিমাল ইউজেস অব রেমিট্যান্স-ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র-উদ্যোগ বিকাশ এর আওতায় ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া, গাজীপুরের কাপাসিয়া, নরসিংদীর শিবপুর এবং মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার কর্মীদের অর্ন্তভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(খ) বোয়েসেল কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

সংযুক্ত আরব আমিরাত হতে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে দেশে ফিরে আসা কর্মীদের সাথে BOESL নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করছে। তাদের মধ্যে পুনরায় বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদেরকে বোয়েসেল এর ব্যবস্থাপনায় ব্রুনাইতে প্রেরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ যাবৎ দু'জন কর্মী ব্রুনাইয়ের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছে এবং ভিসা প্রাপ্তির অপেক্ষায় আছেন। অন্যান্য কর্মীদের তাদের পছন্দের দেশে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(গ) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

১। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন RAISE প্রকল্প থেকে বিভিন্ন দেশ হতে প্রত্যাগত রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের সাথে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে যোগাযোগপূর্বক তাদেরকে পুনর্বাসন ঋণ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। প্রত্যেকের ঠিকানায় ঋণ সংক্রান্ত লিফলেটসহ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

২। প্রত্যাগত ২৬ জন কর্মীর নিকট থেকে ঋণের আবেদন পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ৩০ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ১৪ জনকে ৫.৫% সুদে মোট ৪৬ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১২ জনের ঋণ প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের সার্বিক কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বর্তমান সরকার বৈষম্যহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠনে বদ্ধ পরিকর। এরই ধারাবাহিকতায় প্রবাসী কর্মীদের অধিকার সুরক্ষা ও কল্যাণে বিদেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারণ, নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণসহ বর্তমান সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল এঁর নেতৃত্বে গৃহিত উল্লেখযোগ্য উদ্যোগসমূহ-

- বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা চালু হয়েছে।
- ৩১ মে ২০২৪ তারিখের মধ্যে মালয়েশিয়ায় যেতে না পারা কর্মীদের মালয়েশিয়ায় পাঠানোর প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে অনিয়মিত কর্মী বিশেষ করে নারী কর্মীদের নিয়মিতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- আগামী ৫ বছরে জাপানে লক্ষাধিক দক্ষ কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে একটি ডেডিকেটেড "জাপান সেল" গঠন করা হয়েছে।
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে 'প্রবাসী লাউঞ্জ ও ওয়েটিং লাউঞ্জ' স্থাপন করা হয়েছে। প্রবাসী রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের জন্য ফ্রি WiFi, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও ফ্রি টেলিফোন সুবিধাসহ ৩০% ডিসকাউন্টে প্রবাসী লাউঞ্জে স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- কাতার, ওমান, সৌদিআরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং কুয়েতে ল-ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে। অন্যান্য দেশে ল'ফার্ম নিয়োগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের রেজিস্ট্রেশন, প্রশিক্ষণ ও বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম 'Overseas Employment Platform (OEP)' এর মাধ্যমে অনলাইনে পরিচালিত হচ্ছে।
- ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা প্রত্যাহার করা হয়েছে।
- প্রথমবারের মত এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য ৯৩টি টিটিসিতে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- জাপানে SSW এর ০৩টি ক্যাটাগরিতে পূর্বে Skill Test গ্রহণ করা হতো। বর্তমানে আরো নতুন ০২টি ক্যাটাগরিতে অর্থাৎ সর্বমোট ০৫টি ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশে স্কিল টেস্ট গ্রহণ করা হচ্ছে।
- SSW ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশি কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও সনদায়ন বিষয়ে জাপানের ৩টি প্রতিষ্ঠানের সাথে পৃথক ৩টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- মৌসুমি কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার ১টি প্রদেশের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং কর্মী প্রেরণ শুরু হয়েছে।
- মৌসুমি কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে আরো ২টি সমঝোতা স্মারক এর চূড়ান্ত খসড়া স্বাক্ষরের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ও ইতালির মধ্যে অভিবাসন বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- অধিক দক্ষ কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে সৌদি আরবের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। অচিরেই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হবে।
- সম্প্রতি আরও ৭টি সমঝোতা স্মারকের খসড়া চূড়ান্ত করে দক্ষিণ কোরিয়া, ওমান, সার্বিয়া, স্পেন, অস্ট্রিয়া, মাল্টা ও মরিশাসে প্রেরণ করা হয়েছে।
- প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সাথে সিটি ব্যাংক এর চুক্তির ফলে প্রবাসী কর্মীরা বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিট্যান্সের মাধ্যমে গ্রাহকের ঋণ সমন্বয়ের পাশাপাশি অত্র ব্যাংক থেকেই অর্থ উত্তোলন করতে পারছেন।
- প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অভিবাসন ঋণ, পুনর্বাসন ঋণ ও অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণের সুদের হার ৯% হতে হ্রাস করে ৮% করা হয়েছে। তাছাড়া, ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সহজীকরণ করা হয়েছে।
- সাব-এজেন্টদের আইনী কাঠামোর আওতায় এনে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও সাব-এজেন্ট নিবন্ধন ও আচরণ) বিধিমালা, ২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে।

- নিয়োগানুমতির প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজ করার লক্ষ্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী বিধিমালা, ২০১৭ সংশোধন করা হয়েছে।
- রিক্রুটিং এজেন্সির অপরাধের তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্টের আওতা বৃদ্ধির জন্য আইন সংশোধন করা হয়েছে।
- বিএমইটি'র আওতায় চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ভাষা কোর্স চালু ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে ৪৪টি টিটিসিতে জাপানিজ, ইংরেজি, চায়নিজ (ক্যান্তোনিজ/ম্যান্ডারিন) এবং কোরিয়ান ভাষা কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে।
- অভিবাসী কর্মীদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'প্রবাসী সাপোর্ট সেন্টার' ও 'প্রবাসবন্ধু কল সেন্টার' চালু করা হয়েছে।
- প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক এর মাধ্যমে বিদেশ গমনাগমনকালে সেবাকর্মীদের মাধ্যমে বিমানবন্দর সংশ্লিষ্ট আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনে বিনামূল্যে সেবা প্রদান এবং বিএমইটি/বোর্ডের কার্ডধারী রেমিট্যান্স যোদ্ধাগণকে ১০০/- টাকায় লাগেজ র‍্যাপিং সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।
- বিপদগ্রস্ত নারী কর্মীদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বাংলাদেশ মিশনসমূহের তত্ত্বাবধানে সেইফ হোম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- ঢাকাস্থ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সন্নিকটে ওয়েজ আর্নার্স সেন্টারে ফ্রি যাতায়াত, সাশ্রয়ী মূল্যে খাবারসহ মাত্র ২০০/- (দুইশত) টাকায় রাত্রিযাপন সুবিধা রয়েছে।
- প্রবাসী রেমিট্যান্স যোদ্ধার মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।
- প্রবাসীদের পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে তাঁদের প্রতিবন্ধী সন্তানদের ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে।
- প্রবাসে আহত ও অসুস্থ হয়ে দেশে ফেরত রেমিট্যান্স যোদ্ধার চিকিৎসার্থে সর্বোচ্চ ১,৫০,০০০/- টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।
- বিদেশফেরত অসুস্থ ও মৃত কর্মী পরিবহনে বিমানবন্দর হতে বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে।
- বিএমইটি'র ম্যানপাওয়ার ক্লিয়ারেন্স/ বোর্ডের কার্ডধারী রেমিট্যান্স যোদ্ধা প্রবাসে মৃত্যুবরণ করলে তাঁদের প্রত্যেক পরিবারকে এককালীন ৩ (তিন) লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।
- বিদেশগামী রেমিট্যান্স যোদ্ধার এককালীন ১ হাজার টাকা প্রিমিয়ামে ৫ বছর মেয়াদে ১০ লক্ষ টাকাসহ মৃত্যুজনিত বীমা সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে।
- প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী রেমিট্যান্স যোদ্ধার মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া-বেতন/সার্ভিস-বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্সের অর্থ আদায়পূর্বক পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে।
- বিদেশ প্রত্যাবর্তনকারী কর্মীদের পুনঃএকত্রীকরণ এবং পুনর্বাসনে সহায়তার লক্ষ্যে ২ লক্ষ ৫৩ হাজার রেমিট্যান্স যোদ্ধাকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- 'প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী পুনঃএকত্রীকরণ নীতি, ২০২৫' চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে রয়েছে।
- ডায়াসপোরাদের জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার জন্য 'জাতীয় ডায়াসপোরা নীতিমালা' প্রণয়ন করা হচ্ছে।
- প্রবাসীদের স্বল্প খরচে চিকিৎসা এবং মেডিক্যাল চেক-আপ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার স্থাপনের কাজ চলমান আছে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে নতুন এক রক্তাক্ত মহাকাব্য। এ মহাকাব্য শুরু হয়েছিল বৈষম্যহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবীতে, আর শেষ হয়েছিল ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে। সমস্ত ভয়-ভীতি ও রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে দেশমাতৃকার কল্যাণে সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অকুতোভয়, দেশপ্রেমিক রেমিট্যান্স যোদ্ধারা জুলাই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। স্বৈরাচার পতন আন্দোলনে নির্ভীক এই রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের অংশগ্রহণ ও ত্যাগ জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।